আজকের কাগজ

তারিখ ... 12 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ৩ ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

হলগুলোতে প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষকদের মেয়াদ শেষ হলেও নতুন নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না

ইয়াসিন হীরা ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবাসিক হলের প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষকদের মেয়াদ উত্তীর্ন হয়ে গেছে দীর্ঘদিন আগে। কিন্তু এসব পদে নতুন করে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

সূত্র জানায়, শাহ আমানত, সোহ্‌রাওয়ার্দী, এফ রহমান এ তিনটি হলে প্রভোস্ট নেই। সিনিয়র আবাসিক শিক্ষকগণই প্রভোস্টের দায়িত্ব পালন করছে। ১৯৯১ সালের ১০ নভেম্বর শাহ আমানত হলে প্রভোস্ট হিসেবে নিয়োগ করা হয় অধ্যাপক আব্দুল হাই ঢালীকে। দায়িত্ব গ্রহণের কিছুদিন পর তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সিনিয়র আবাসিক শিক্ষক অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহমেদ হল পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। ৬ মাস আগে তিনিও পদত্যাগ করেন।

১৯৯০ সালে সোহ্‌রাওয়ার্দী হলের প্রভোস্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় ডঃ এনামুল হককে। ইসলামী ছাত্র শিবির রহস্যজনকভাবে এ নিয়োগের বিরোধিতা করে। শেষ পর্যন্ত তা ভিসি আলমগীর সিরাজউদ্দিন বিরোধিতায় রূপ নেয়। পরবর্তীতে সরকার ১৯৯১ সালের ২৮ নভেম্বর ভিসি আলমগীর সিরাজউদ্দিনকে অপসারণ করে। কিন্তু ডঃ এনামুল হক প্রভোস্ট হিসেবে বহাল থাকেন। গত বছর তিনি পদত্যাগ করেন। হল পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় সিনিয়র আবাসিক শিক্ষক ডঃ কামাল পাশাকে।

স্যার এফ রহমান হলের প্রভোস্ট হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক শামসুল আলম। ১৯৯২ সালে তিনি পদত্যাগ করেন। এরপর থেকে সিনিয়র আবাসিক শিক্ষক তৌহিদুল ইসলাম হলের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও শাহজালাল হলে ডঃ মাহবুল হক মজুমদার, আলাওল হলে ডঃ কাজী আহমেদ নবী, শামসুনাহার হলের সৈয়দা তাহেরা বেগম। ৩টি আবাসিক হলের প্রভোস্টদের মেয়াদ ৩ বছর হলে তারা ৪/৫ বছর যাবত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া প্রত্যেকটি আবাসিক হলের আবাসিক শিক্ষকদের মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবাসিক হলসমূহের প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ নীতি অনুসরণ করছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ প্রদান করে দায়িত্ব শেষ করেছে। এসব শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সূত্র আরো জানায়, শামসুনাহার হলের আবাসিক শিক্ষিকা নুসরাত জাহান পদত্যাগ করলেও রহস্যজনকভাবে তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি।